জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

মহামাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১০ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 22nd Feb. 1950 | ৩৮শ সংখ্যা

সাবানের সেরা

রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—
রায়সন কেমিক্যাল কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে
স্থানীয় এজেন্সীর
ও
অন্যান্য সর্ত্তাবলীর জন্য
খোঁজ লউন।
বিনীত—
বহরমপুর আইস্ কোং
খাগড়া
(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

৪২এর অধ্যায়—

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান" এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপর দিকে তেমনি তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চল্‌তি বীমা	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয়	২,৯৫,৮০,৪৫৪৲
বীমা তহবীল	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

জেলা মুর্শিদাবাদ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

আপতা হোসেন মণ্ডল দিগর—বাদী

বনাম

সরলকৃষ্ণ দাস গোস্বামী দিগর—বিবাদীগণ

মোকদ্দমা নম্বর ১৭৪।১৯৪৯ অন্য

উক্ত বাদী পক্ষ বিবাদীগণের ও থানা সাগরদীঘির অধীন বিনোদ, দস্তরহাট, গোবিন্দঘোষ, গোবর্দ্ধনডাঙ্গা, মানসিংহপুর, বিশ্বনাথপুর ও ধনসিংহ গ্রামের জনসাধারণের বিরুদ্ধে মৌজে বিনোদ মধ্যে সেটেলমেণ্টের ৩নং খতিয়ানের ৩৮ দাগের ১৩-৩৪ একর পুকুরের পাহাড়ে বাদীর চাষ কার্য্যে বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১ হুকুম ৮ রুল মতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে। উক্ত গ্রামসমূহের জনসাধারণ মধ্যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে উক্ত মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারিবেন এই মর্ম্মে আদালতে আদেশ হইয়াছে।

স্বাক্ষর—এস্, কে, দত্ত গুপ্ত
মুন্সেফ

২১।১১।৪৯

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৬ সাল।

বেটা ছেলের দেশ

—:০:—

সরকারের "অধিকতর খাদ্য ফলাও" নীতিকে ফলপ্রসূ করার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমার ভূতপূর্ব্ব শাসক মেজর সুনীলকুমার ব্যানার্জ্জি মহাশয়ের আমলে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া যে বোর্ড গঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান শাসক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সময়েও এই বোর্ডের উৎসাহে পূর্ব্বের মতই ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ১৩ খানি গ্রামের কৃষক অধিবাসিবর্গ সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের বাহুবলের যে পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা এ যুগের সকল কৃষকের অনুকরণীয়। মহকুমা শাসক, কৃষি বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ কেবল উৎসাহ ও সাহস দিয়া এই সব নিরক্ষর কৃষককুলের সুষুপ্ত বীরত্বকে জাগরিত করিয়া দুই মাইল দীর্ঘ লুপ্তপ্রায় সন্দলখাল নামক খালের সংস্কারকার্য্য শেষ করিয়াছেন মাত্র ৭ দিনে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযান

তেরখানি গ্রামের প্রায় ১৪০০ কৃষক সাধ্যানুসারে ছাতু, মুড়ি, ভাত প্রভৃতি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, মাধ্যাহ্নিক আহার্য্য বাঁধিয়া লইয়া কোদাল, ঝুড়ি প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া এক কপর্দ্দকও পারিশ্রমিক না লইয়া ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মাত্র ৭ দিনে, এই দুই মাইল দীর্ঘ খাল খনন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে কম বেশী ৩০০০ বিঘা পতিত জমি ধান্য ও রবি ফসল উৎপাদনের যোগ্য হইয়াছে বলিয়া কৃষি বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ অনুমান করেন।

এই সকল বীর শ্রমিকগণ কবি নজরুলের ভাষায় বলিবার অধিকারী—

"আমাদেরই শক্তি-বলে,
পাহাড় টলে, তুষার গলে,
মরুভূমে সোনার ফসল ফলেরে।"

পরলোকে

নির্ভীক নেতা শরৎচন্দ্র বসু

দেশ-মাতৃকার শোকাশ্রু বুঝি আর শুকাইবে না। গত সোমবার রাত্রি ১১-৪০ মিনিটের সময় বাংলার তথা ভারতের নির্ভীক নেতা, নেতাজীর মধ্যমাগ্রজ, প্রখ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার ১নং উডবর্ণ পার্ক ভবনে নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেও উভয় বঙ্গের অধিবাসিবর্গের উদ্দেশে সাম্প্রদায়িকতা মনোমালিন্য পরিহার করিবার আবেদন করিয়া "নেশন" পত্রের জন্য প্রবন্ধ শ্রুতি-লেখককে বলিয়া দিয়া, মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে চির অবসর গ্রহণ করিলেন, আমরা তাঁহার বিয়োগবিধুর স্বজনগণ ও শোকবিহ্বল লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সহিত সমস্বরে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মর্ত্ত্যের বরেণ্য সন্তানের অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিতেছি।

৺দুর্গাশঙ্কর শুকুল মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ

তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার বাইন্দা বাসভবনে তাঁহাদের অবস্থানুযায়ী সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধবাসরে স্থানীয় বহু মান্যগণ্য জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

শোকসভায় লোকাভাব

স্বনামধন্য অক্লান্ত কংগ্রেসকর্ম্মী ৺দুর্গাশঙ্কর শুকুল মহাশয়ের পরলোকের পর জঙ্গিপুর টাউন কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅমিয়মোহন রায় মহাশয়ের বাটীতে এক শোক সভায় যথেষ্ট লোক সমাগম হইয়াছিল। তারপর মহকুমা কংগ্রেস কমিটী তাঁহাদের অফিসে এক শোকসভা আহ্বান করেন। সভার কার্য্য সম্পাদনার্থ ন্যূনকল্পে যতগুলি সভ্যের উপস্থিতি আবশ্যক হয়, ততগুলি সভ্য উপস্থিত (কোরাম) না হওয়ায় সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে স্বর্গগত আত্মার কিছু যায় আসে না। তাঁহার পার্থিব সহকর্ম্মিগণের আন্তরিকতার অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

আবশ্যক

জংগীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের জন্য অভিজ্ঞ একজন ম্যাট্রিকুলেশন ও জি. টি. পাশ এবং একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

বিখ্যাত কাটনীর চূণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চূণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

সততা-কথা কষ্টি

(একাঙ্ক না টিকা)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(পলায়মান বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঘুষি উত্তোলন)

মুটিয়া—এই বাবু! ভাগতা কাহে? মায়িজী তেরী চিজ সব এক লাথ্‌মে উল্‌টা দিয়া। হামারা ঝাঁকা টুটা নেহি। কুত্তা মাফিক ভাগ্‌তা? হামারা মজুরী কোন্ দেগা? তিনো চারো কোঠিমে বাবু, গিন্নী খোস হোকে সব উঠা লিয়া,—এহিসে মালুম হুয়া সব কোই রিশবত্ খানেবালা! উ সব বাবু কল্‌যুগকা বাবু। ই মায়ী সৎযুগকা মায়ী! ওহি সব বাবুকে লিয়ে তুলসী মহারাজ লিখ দিয়া—

ধরম করম সব দুর গেয়ি পাপ হুয়া হায় ভারী
গুরুকো হুকুম রদ হুয়া হায় জরুকা হুকুম জারী।
বাপ হুয়া হায় গোলাম বরাবর
মা হুয়া হায় দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা
মুখ লাগে আউর হাঁসি।

মা—খোকা! ও খোকা! বউ-মা! ও বউ-মা! তোমরা একবার বাইরে এসো তো। এ কোন্ উৎপাত বলতো? খোকা! তোরা চাকরী করতে দেখছি, দাতার দেশে এসে পড়েছিস্। এক হতভাগা এক ঝাঁকা-মুটের মাথায় দিয়ে মুলুকের জিনিষ এনে সিঁড়ির কাছে রেখেছে। এক লাথি মেরে সব উল্‌টিয়ে দিয়ে বাড়ীর মধ্যে এসে দেখি—এই মেয়েটী কি সব নিয়ে এসেছে।

মেয়েটী—মা, আমাকে তো ওঁরা চান নি, আমি না-চাইতে দিচ্ছি। আমার ছেলের দোকান আছে।

মা—নাচাইতে অর্থাৎ নাচাইবার জন্য দিচ্ছ, তা জানি। বাবু যদি টোপ গিলে, তখন বঁড়শি বিঁধে যেমন নাচাইবে ও তেমনি নাচিবে। খোকা! বাবা আমার! সোনা আমার! এই সব সয়তান সয়তানীর হাত থেকে বংশের মর্য্যাদা তোমাকে অটুট রাখতে হবে বাবা! বউ-মা! তোমার শ্বশুরের পুণ্যে আজও ৭২ বৎসর বয়সে শাঁখা সিঁদুর পরছি। ওঁর পায়ে মাথা রেখে যেতে পারলে বাঁচি।

বউ-মা—মা! আপনি আসার দু'দিন আগে, একজন মস্ত এক মাছ ফেলে যায়। উনি এসে সেটা ফেরত দিতে গেলে, পাশের বাড়ীর ওঁরা সেটা নিয়েছেন। উনি মাছওয়ালাকে সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

খোকা—মা, চাকরী নেওয়ার সময় বাবা ব'লে দিয়েছেন—দিনের বেলায় হাজার হাজার পাচার ক'রে, রাত্রের বেগুন চোরকে শাস্তি দেওয়া চলে না।

(নেপথ্যে মুটিয়ার আওয়াজ)

এক রাহে-সে হোতে হৈঁ পুত আউর মূত।
ধরম মানে তো পুত হৈঁ নহি তো মুতকা মুত॥

টেণ্ডার নোটিশ

নিম্নলিখিত স্থানগুলি হইতে গভর্ণমেণ্টের ধান, চাউল বা খালি বস্তা বহন করিবার জন্য সিল মোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। প্রত্যেক স্থানের জন্য মণ দরে পৃথক টেণ্ডার দিতে হইবে এবং প্রত্যেক স্থানের টেণ্ডারের সহিত ট্রেজারীতে জমা দেওয়া ২০০৲ টাকার চালান দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় টেণ্ডার অগ্রাহ্য করা হইবে। উক্ত টাকা রেভিনিউ ডিপোজিট হেডে জমা দিতে হইবে এবং টেণ্ডার-দাতাকে নির্দ্ধারিত ফরমে চুক্তি-পত্র সহি করিয়া উক্ত চুক্তির আইন মানিয়া চলিতে হইবে। যে কোন টেণ্ডার-দাতার টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর কার্য্য না গ্রহণ করিলে উক্ত ২০০৲ টাকা জমানত বাজেয়াপ্ত করা হইবে। টেণ্ডার গৃহীত হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে ২০০০৲ টাকা হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমানত তলব করা হইবে এবং উহা নির্দ্দিষ্ট তারিখ মধ্যে জমা না দিলে নিয়োগ বাতিল করতঃ উপরোক্ত ২০০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫০ সাল) বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১। সালু হইতে সালার। ২। শিমুলিয়া হইতে সালার। ৩। রাইন্দা হইতে খাগড়াঘাট। ৪। মহালন্দী হইতে কাশিমবাজার।

স্বাঃ এস্. সি. ঘোষ
ডেপুটী এ. আর. সি. পি.
মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার আধিকারিক কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যায় যে জমিদার মহারাজ বাহাদুর সিংহ মৌজে সূর্য্যপুর ও তেলাঙ্গল এবং জমিদার শচীনন্দন ঘোষ দিং মৌজে সালীসেণ্ডা মধ্যে আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাহার বেনামদার আমার মাতা শ্রীচমৎকারিণী দত্ত হইতেছেন। তিনি আমাকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন, যদি কেহ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন তবে আমি উহাতে বাধ্য থাকিব না। ইতি—১৫।২।১৯৫০

শ্রীহৃদয়পদ দত্ত
সাং সাঁকোবাজার, পোঃ ধনপৎগঞ্জ
হাল মোঃ জিয়াগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

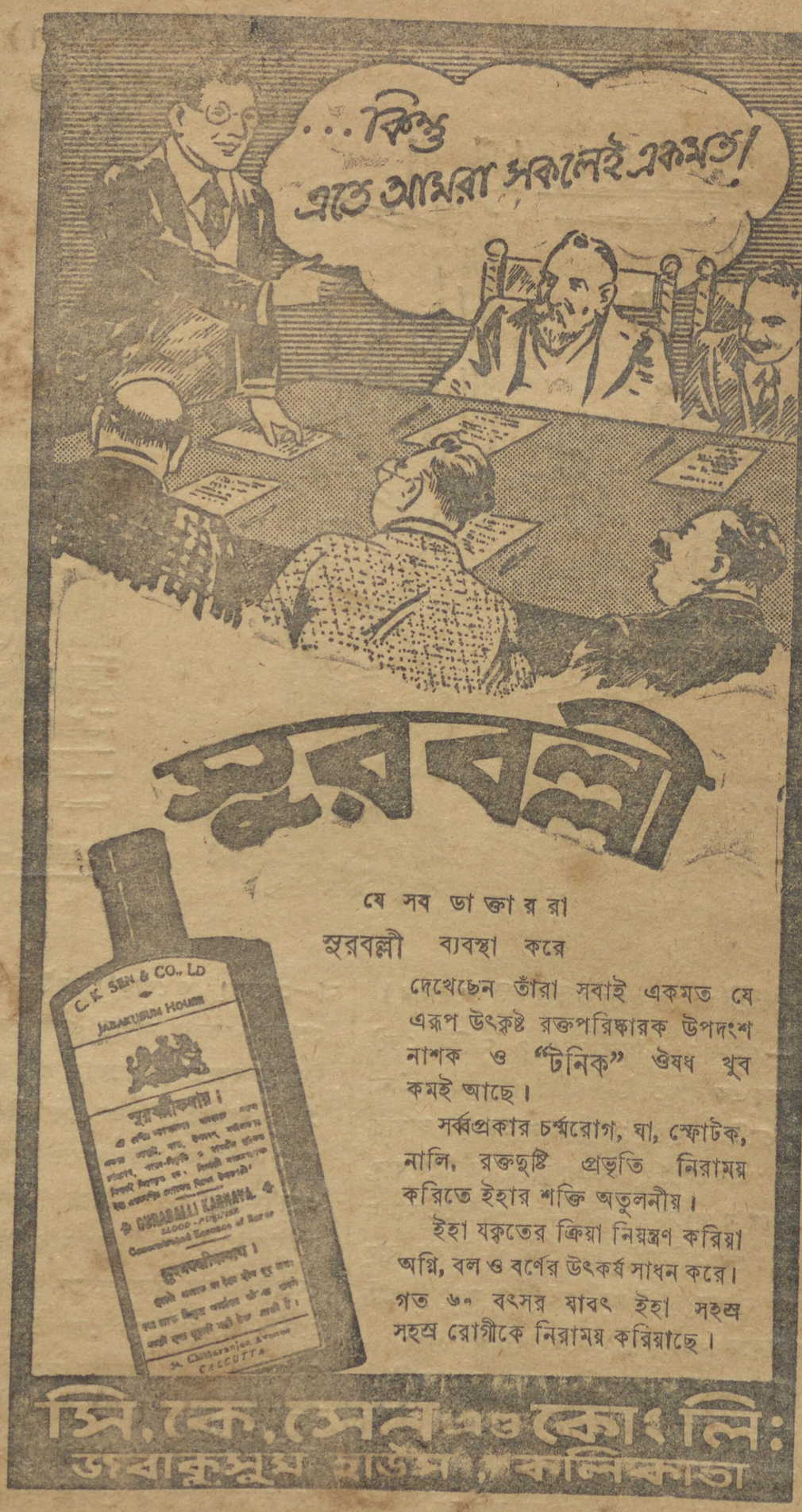

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত